দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 01 JUL 1995 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

মাধ্যমিক বাংলা নোট বই নকল করেছেন ঢাবি শিক্ষক!

হাসনাইন খুরশেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতারণার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ উঠেছে, ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক প্রভাষক প্রচলিত একটি মাধ্যমিক বাংলা গাইড বই হুবহু নকল করে বাজারে ছেড়েছেন। তার ছবিসহ পরিচিতি ছাপা হয়েছে বইটির শেষ প্রচ্ছদে।

উক্ত 'অধ্যাপক' রচিত বইটির নাম "উচ্চ নম্বরের

(২-এর পাতায় দেখুন)

মাধ্যমিক বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিশ্রুতি ॥ মাধ্যমিক বাংলা গাইড—প্রথম খণ্ড।" এটি যে বইয়ের নকল, সে বইটির নাম "মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য (প্রথম পত্র) সহায়িকা"। বই দু'টর প্রচ্ছদ ও প্রারম্ভিক কয়েকটি পৃষ্ঠা বাদে মূল অংশ হুবহু একই রকম। উভয় ক্ষেত্রেই মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮০।

মাহমুদা খাতুন ও মুহম্মদ আমির হোসাইন রচিত মূল বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে। আলোচ্য 'অধ্যাপকের' নকল বইটি প্রকাশিত হয়েছে এর দু'বছর পর চলতি বছরের ২৫ মে। মূল বইটির প্রকাশক 'প্রতিশ্রুতি পাবলিকেশন্স'-এর নামটিও নকল করা হয়েছে। নকল বইটির প্রকাশনা ও পরিবেশনায় রয়েছে 'প্রতিশ্রুতি প্রকাশনী লিমিটেড'। উভয় প্রকাশনা সংস্থার ঠিকানাও প্রায় অভিন্ন। বইটির মূল অংশই শুধু হুবহু নকল নয়। এর পৃষ্ঠা নম্বর, অঙ্গসজ্জা, ব্যবহৃত টাইপ-কেস পর্যন্ত মূল বইটির অভিন্ন। মূল বইটির কোন কোন পৃষ্ঠায় অযাচিতভাবে যে কালির দাগ পড়েছে, নকল বইটিতেও তা অবিকলভাবেই রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত প্রভাষক মোঃ মোশাররফ হোসেন তাঁর 'লেখা' "উচ্চ নম্বরের প্রতিশ্রুতি ॥ মাধ্যমিক বাংলা গাইড—প্রথম খণ্ড" নামের বইটির সাথে ইতোপূর্বে প্রকাশিত অন্য বইটির মূল ২৮০ পৃষ্ঠা হুবহু মিল থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি একে নকল বলে মানতে রাজি নন।

জনকণ্ঠ প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, আমি মূল বইটির প্রকাশকের কাছ থেকে স্বত্ব কিনে নিয়ে এটি প্রকাশ করেছি। এ ক্ষেত্রে লেখকের নাম "ভুলবশত" পরিবর্তন করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে লেখক ও বইয়ের নাম অপরিবর্তিত রেখে মূল অংশটি পাল্টে ফেলা হবে বলে তিনি জানান। মূল বইটির প্রকাশক শংকর চন্দ্র দত্তও জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন যে, তিনি এর স্বত্ব বিক্রি করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হয়েও প্রকাশিত বইয়ে 'অধ্যাপক' হিসাবে নিজেকে পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে মোশাররফ হোসেন বলেন, যেহেতু আমি ইতোপূর্বে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যাপক ছিলাম, তাই আমি অধ্যাপক লিখতে পারি।